রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৩ মাঘ ১৪১৮
১৬ জানুয়ারি ২০১২

বাণী

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'জাতীয় যুবদিবস ২০১১' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি দেশের যুব সম্প্রদায়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

যুবরাই দেশের প্রাণশক্তি এবং উন্নয়নের প্রধান কারিগর। তাদের জ্ঞান, মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীলতার পাশাপাশি অফুরন্ত তেজ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সমাজকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। সমাজের পঙ্কিলতা, জরা-জীর্ণতা, কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা, অনাচার ইত্যাদিকে পেছনে ফেলে সৃষ্টিসুখের উল্লাসে অবগাহন করাই যুবদের ধর্ম। তাই যুগে যুগে যুবরাই দেশ, সমাজ, জাতির কল্যাণে বিপুল অবদান রাখছেন। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুবরাই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দেশ ও জনগণের জন্য তাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার বৃহদাংশ যুব সমাজ। যুবরাই আমাদের সবচে বড় সম্পদ। উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মানবিক মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমের সমন্বয়ে তাদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখার সুযোগ করে দিতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে জাতীয় যুবদিবসের প্রতিপাদ্য 'দিন বদলের আহ্বান যুব কর্মসংস্থান' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমি যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি জাতীয় যুবদিবস ২০১১ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম

এ,কে,এম, মানজুরুল হক এনডিসি
মহাপরিচালক

কর্মক্ষম যুবসমাজ একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, 'প্রস্তর যুগ' হতে আধুনিক সমাজ বিনির্মাণে অবদান রয়েছে তরুণ-তরুণীদের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্ব আর নিরলস পরিশ্রম। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণের পথ-পরিক্রমায় ৫২ এর ভাষা আন্দোলন,'৫৬ এর যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন,'৬৬ এর ৬ দফা আন্দোলন,'৬৯ এর গণআন্দোলন, সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে গড়ে উঠা সশস্ত্র সংগ্রামে যুবসমাজের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের যুবসমাজকে যুবশক্তিতে পরিণত করার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সারা দেশের প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় রয়েছে প্রশাসনিক ইউনিট। এছাড়াও বর্তমানে ৫৩ জেলায় যুবক-যুবমহিলাদের বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষণের জন্য উন্নত অবকাঠামো রয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সমসাময়িক যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রতিপাদ্যসমূহ অধ্যয়ন ও চর্চার পাদপীঠ হিসেবে ঢাকা জেলার সাভারে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে যেটিকে Centre of Excellence হিসেবে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে বেকার যুবদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব বিকাশ, উদ্বুদ্ধকরণ, যোগাযোগ, সুনাগরিকত্ব, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সামাজিক সেবা বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার, কর্মশালা, যুব সমাবেশ এবং যুব সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক দক্ষতাবৃদ্ধি, সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুসমূহের সাথে পরিচয় এবং অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর TOT কোর্স পরিচালনা করার জন্য সাভারে রয়েছে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র, ঢাকা, রাজশাহী, যশোর ও সিলেটে রয়েছে আরো ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য হলো যুবদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি রূপে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে অধিদপ্তর তার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে বছরব্যাপী ৩৫টি কোর্স পরিচালনা করছে যা নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ; ২. মৎস্য চাষ, ৩. পোশাক তৈরী ও দর্জি বিজ্ঞান, ৪. কম্পিউটার বেসিক, ৫. কম্পিউটার গ্রাফিক্স, ৬. ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৭. রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং, ৮. ইলেকট্রনিক্স, ৯. ব্লক প্রিন্টিং, ১০. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রীন প্রিন্টিং, ১১. হাউজকিপিং এন্ড লন্ড্রি অপারেশনস, ১২. ফুড এন্ড বেভারেজ সার্ভিস, ১৩. প্যাটার্ণ মেকিং, ১৪. মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন, ১৫. মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা এবং বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধ ও জীব নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা, ১৬. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন ফুল ও সবজি চাষ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থাপনা, ১৭. মাশরুম উৎপাদন কলা-কৌশল, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও প্যাকেজিং, সংরক্ষণ ও বিপণন, ১৮. বিউটিফিকেশন এণ্ড হেয়ার কাটিং, ১৯. সোয়েটার নিটিং, ২০. লিংকিং মেশিন অপারেটিং, ২১. হাউজ হোল্ড সার্ভিস, ২২. নার্সারী, ফল গাছের বংশ বিস্তার এবং ফল বাগান তৈরী ও ব্যবস্থাপনা, ২৩. কোরীয় ভাষা, ২৪. আরবী ভাষা শিক্ষা, ২৫. দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ, ২৬. ফ্রুট প্রসেসিং, প্যাকেজিং এবং বিপণন, ২৭. বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণন, ২৮. ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং, ২৯. মোবাইল সার্ভিসিং এণ্ড রিপেয়ারিং, ৩০. টুরিষ্ট গাইড, ৩১. মেশন, ৩২. রড বাইণ্ডিং, ৩৩. প্লাম্বিং, ৩৪. টাইলস ফিকচার ও ৩৫. হস্ত শিল্প কোর্স।

এ প্রশিক্ষণ কোর্সমূহের পাশাপাশি স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেমন- মৌমাছি চাষ, মাসরুম চাষ, বাঁশ-বেতের কাজ ইত্যাদি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। বর্তমান অর্থ বছরে ২৩৪০৫৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। অধিদপ্তর নিজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মরত বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবেও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহকেও বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে।

সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত অধিদপ্তরের বিভিন্ন কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন মোট ৩৬,৬৭,৮০১ জন এবং এর মধ্যে ১৯,৫০,০৬২ জন আত্মকর্মী হয়েছেন।

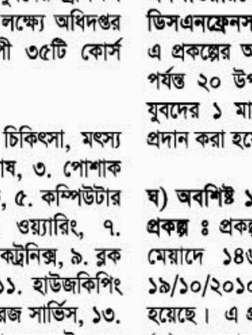

যুব ঋণ কার্যক্রম ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরণের ঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। 'আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (একক ঋণ)'- ৬৪ টি জেলার ৪৭৬ টি উপজেলায় (মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) এবং 'পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান ঋণ' ৮২টি উপজেলায় চালু রয়েছে।

দরিদ্র বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুবদের নিয়োজিত করা আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির মৌলিক উদ্দেশ্য। এ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একজন প্রশিক্ষিত যুবকে ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৫,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতে মূলধনের উপর ১০% হারে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২ বছর।

পরিবারভিত্তিক কর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো- পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করে স্বকর্মসংস্থান ও স্বাবলম্বী করা। পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজন ৫ সদস্যের একটি গ্রুপ গঠন করা হয়। সাফল্যের ভিত্তিতে প্রতি সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দফায় যথাক্রমে ৮,০০০/-, ১০,০০০/-, ১২,০০০/-, ১৪,০০০/- ও ১৬,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ১ বছর। মোট ৫০ কিস্তিতে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে (৫০ সপ্তাহ) আসল টাকা এবং পরবর্তীতে ২(দুই) সপ্তাহে সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করতে হয়। ঋণের সার্ভিস চার্জ ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতিতে ১০%।

সেপ্টেম্বর ২০১১ পর্যন্ত মোট ঋণ তহবিল ২৯৩৮০.৮০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিতরূপে বিতরণ করা ১,০১,৭৯০.৯১ লক্ষ টাকা (ঘূর্ণায়মান তহবিলসহ)। এ পর্যন্ত ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ৭,৬৩,৯০২ জন এবং ক্রমপুঞ্জিত আদায়ের হার ৯১%।

চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

ক) ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট থ্রু লাইফ স্কীলস এডুকেশন এন্ড লাইভলিহুড অপরচুনিটিস:

কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রজনন-স্বাস্থ্য, প্রজনন অধিকার, এইচআইভি/ এইডস ও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি এবং জীবন দক্ষতা ও জীবিকার উপায় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ-এর আর্থিক সহায়তায় সিলেট ও কক্সবাজার জেলার ১৮টি উপজেলায় ৫০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় 'ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

খ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

ক্লাবভিত্তিক যুব কর্মসূচি সারা দেশে সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদার করা প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বেকার যুবদের লাভজনক কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ১০০০টি যুব সংগঠনের সহায়তায় স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক জীবন দক্ষতা ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও উপজেলার যুব উন্নয়ন অফিসে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

গ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটেক) অন হুইলস ফর ডিসএনফ্রেনসাইজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ:

এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ ভ্যানের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২০ উপজেলায় ৪৮০ জন বেকার ও সুযোগ বঞ্চিত যুবদের ১ মাস মেয়াদি ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ প্রকল্পটি ০১ জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৫ মেয়াদে ১৪৬৩৬.২৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৯/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় (১) মানিকগঞ্জ (২) গাজীপুর (৩) নেত্রকোনা (৪) রাজবাড়ী (৫) লক্ষ্মীপুর (৬) নীলফামারী (৭) জয়পুরহাট (৮) চুয়াডাংগা (৯) মেহেরপুর (১০) সাতক্ষীরা ও (১১) চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

ঙ) পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প ঃ

০১ জুলাই ২০১০ হতে ৩০ জুন ২০১৩ মেয়াদে ১০৩৯৮.৭৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১২/১০/২০১০ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় (১) গোপালগঞ্জ (২) জামালপুর (৩) ফরিদপুর (৪) শেরপুর (৫) শরীয়তপুর (৬) মাদারীপুর (৭) কিশোরগঞ্জ (৮) কুমিল্লা (৯) বান্দরবান (১০) নোয়াখালী (১১) খাগড়াছড়ি (১২) চাঁদপুর (১৩) রাঙ্গামাটি (১৪) ঠাকুরগাঁও (১৫) পাবনা (১৬) সিরাজগঞ্জ (১৭) নওগাঁ (১৮) দিনাজপুর (১৯) গাইবান্ধা (২০) লালমনিরহাট (২১) কুষ্টিয়া (২২) বাগেরহাট (২৩) নড়াইল (২৪) ঝিনাইদহ (২৫) মাগুরা (২৬) ঝালকাঠি (২৭) পিরোজপুর (২৮) সিলেট ও (২৯) হবিগঞ্জ জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা হবে। এছাড়া বেশ কয়েকটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

কর্মসূচি ঃ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও তদুর্ধ পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/ যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি চালু করেছে। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১১-২০১২ অর্থবছর থেকে রংপুর বিভাগের রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব খাতে সর্বমোট ৩০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় শিক্ষিত আগ্রহী বেকার যুবক/ যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদী মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা পাচ্ছে। কুড়িগ্রাম জেলায় মাধ্যমিক ও তদুর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ২৬৮৯৭ জন, বরগুনা জেলায় ৯২৩৩ জন এবং গোপালগঞ্জ জেলায় ১৩৪১৭ জনকে জুন ২০১১ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে কুড়িগ্রাম জেলায় ১৯১৪৮ জন, বরগুনা জেলায় ৯২০৩ জন এবং গোপালগঞ্জ জেলায় ১২৯৫৩ জনকে বিভিন্ন জাতি গঠনমূলক বিভাগে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে ২বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান দেয়া হয়েছে। ২ (দুই) বছর পূর্তির পূর্বে কেউ অন্যত্র চাকুরির সুযোগ পেলে কর্মসূচি থেকে অব্যাহতি নিতে পারবে। কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/ যুবমহিলাদের অভিজ্ঞতার সনদ প্রদান করবে। ন্যাশনাল সার্ভিস সম্পন্নকারী যুবক/ যুবমহিলা কর্মকাল সমাপনান্তে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ থাকা সাপেক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবে। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ মাঘ ১৪১৮
১৬ জানুয়ারি ২০১২

বাণী

যুবক ও যুব মহিলাদের মধ্যে আত্মসচেতনতা, দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তাদের জাতি গঠনমূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় যুবদিবস ২০১১ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দেশের মোট জনসমষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশ যুবসমাজ। এরাই জাতির প্রাণশক্তি, দেশের মূল্যবান সম্পদ এবং দেশের মানুষের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার মূর্ত প্রতীক।

বর্তমান সরকার যুবক ও যুব মহিলাদের প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রায় ৬ লাখ বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় ৫৫ হাজারের বেশি যুবক ও যুব মহিলার অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং রংপুর বিভাগের ৭ টি জেলার ৮ টি উপজেলায় শীঘ্রই এ কর্মসূচি শুরু হতে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে যুবদেগ ১ লাখ টাকা ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

যুবসমাজের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা এবং বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের দিনবদলের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে বদ্ধপরিকর।

আমি জাতীয় যুবদিবস ২০১১ পালন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাঙালি জাতি শত শত বছর বিদেশী অপশক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। যুগে যুগে আমাদের যুবরা বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেও যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। তারা ছিল বিচ্ছিন্ন, বহুলাংশে বিভক্ত। সেই নেতৃত্বের অভাব পূরণ করেন বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতির জনকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এ দেশের যুবসমাজ মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করে স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশ।

ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীকাল থেকে যুবনেতৃত্বের বিকাশ ঘটতে শুরু করে। আমাদের জাতি ও সমাজের নিকট একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, যুবরাই জাতীয় উন্নয়নের প্রকৃত অংশীদার। উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের মধ্যে শ্রমই প্রধান, আর সেই শ্রম যোগান দিয়ে থাকে আমাদের যুবসমাজ। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সৃষ্টিলগ্ন থেকে বেকার যুবদের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থান সৃজন করে আসছে।

বিশ্বায়ন ও তথ্য প্রযুক্তির যুগে যুবদের উন্নয়ন স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হয়ে দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, 'জাতীয় যুবদিবস- ২০১১' -এর প্রতিপাদ্য "দিন বদলের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান" -এর মর্মার্থ হৃদয়ে ধারণ করে আমাদের যুবরা জাতীয় উন্নয়নে সচেষ্ট হবে।

আমি জাতীয় যুবদিবস ২০১১ উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ আহাদ আলী সরকার, এমপি

সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের যুবগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে যুবদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ও মহান আত্মত্যাগ চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আহ্বানে মুক্তিসংগ্রামের দীর্ঘ পরিক্রমায় এদেশের যুবসমাজ ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য।

যুবসমাজ জাতীয় উন্নয়নের মূল হাতিয়ার। জাতীয় উন্নয়নে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা একান্ত প্রয়োজন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে যুব মানসের বিকাশ এ ধরণের স্থিতিশীলতার নিয়ামক। কেবল প্রয়োজন যুবদের যথা-পথে পরিচালনার সঠিক পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়ন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের পক্ষ থেকে এ গুরু দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গৃহীত উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় যুবদিবসের প্রতিপাদ্য "দিন বদলের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান" বেকারত্ব ও দারিদ্র্য দূরীকরণে যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

মোঃ জাহিদ আহ্সান রাসেল

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় যুব দিবস ২০১১ উপলক্ষে যুব সমাজকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।

বিশ্বায়নের এ যুগে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও সামাজিক উন্নয়নে জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব সমাজকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের বিকল্প নেই। শ্রম শক্তির যোগান ও সংখ্যার বিবেচনায় দেশের উন্নয়নে যুব সমাজের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জাতির প্রাণশক্তি অপার সম্ভাবনাময় যুব সমাজের মেধা, জ্ঞান, শ্রম ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য।

এ লক্ষ্য অর্জনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও ঋণ সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি বিভিন্ন সেবা খাতে বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের দুই বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার মাধ্যমে 'ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। এসকল কর্মকাণ্ড দারিদ্র্য বিমোচন, যুব কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে। জাতীয় যুব দিবসের 'দিন বদলের আহ্বান, যুব কর্মসংস্থান'- প্রতিপাদ্য বিষয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের গতিকে ত্বরান্বিত করবে।

জাতীয় যুব দিবস ২০১১ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

মাহবুব আহমেদ

সৌজন্যে ঃ

কর্মসংস্থান ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ১-রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০

MODERN HERBAL GROUP

S.A.Trading est. 1981
Manpower Services
Recruiting License No.: 084